ফুল চাষ

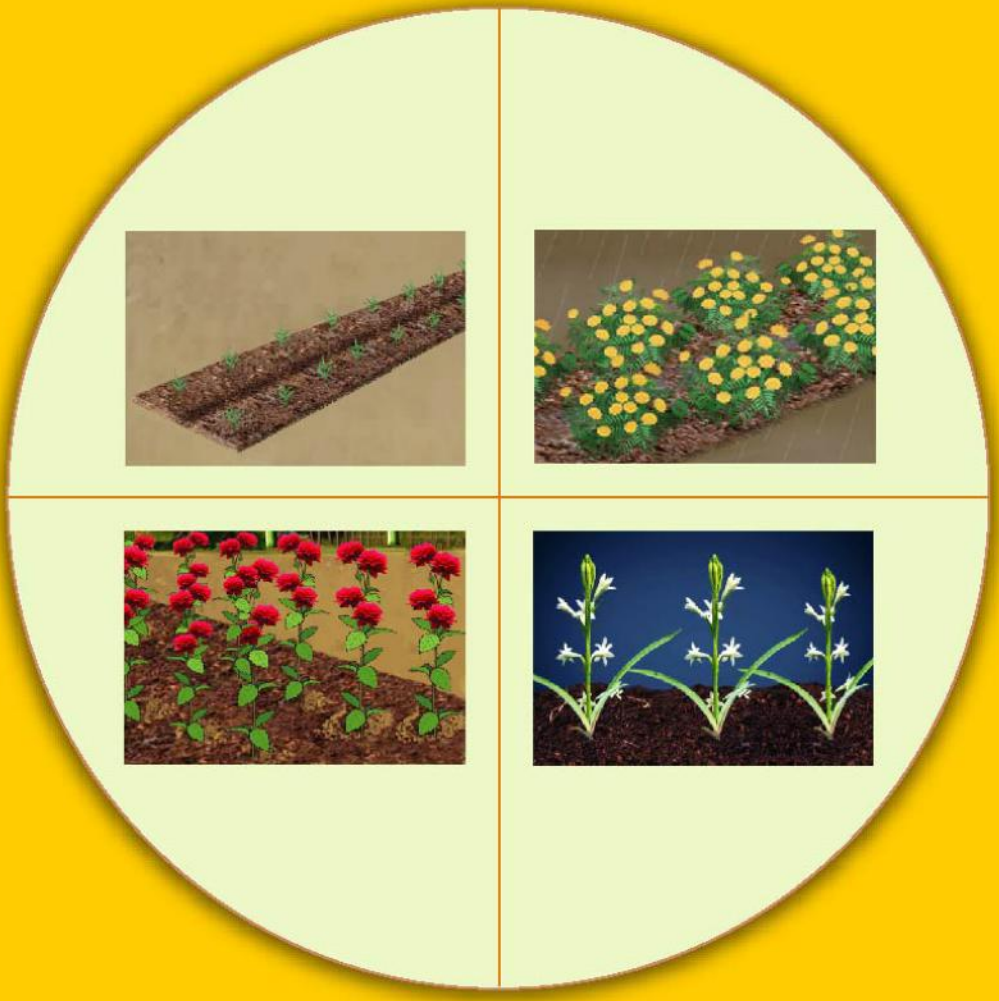

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
কমনওয়েলথ অব লার্নিং

নব্য ও সীমিত সাক্ষরদের জন্য
জীবিকা দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক শিক্ষা উপকরণ

ফুল চাষ

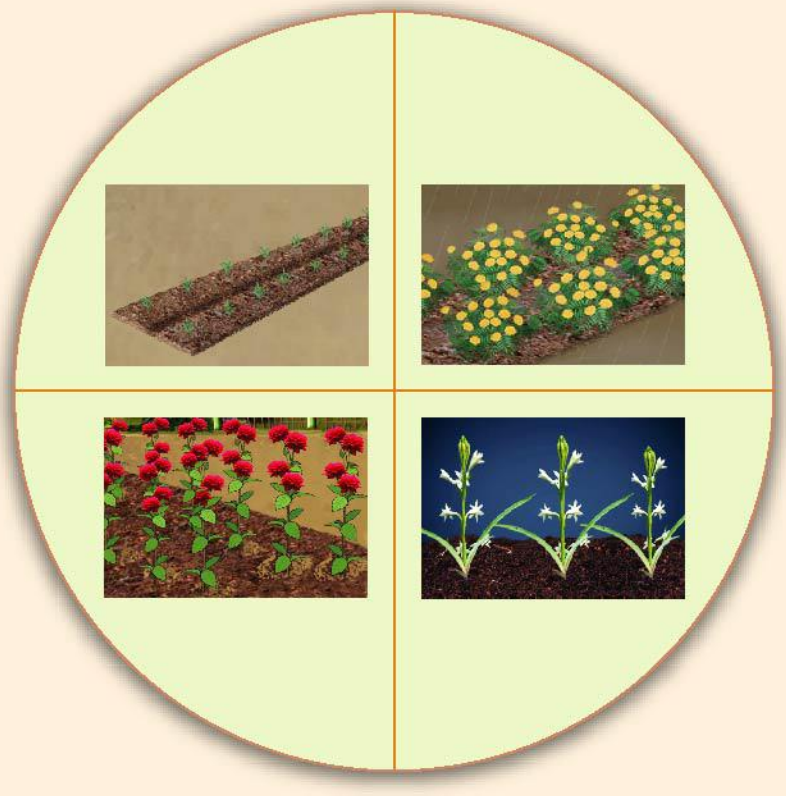

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
কমনওয়েলথ অব লার্নিং

ফুল চাষ

নব্য ও সীমিত সাক্ষরদের জন্য জীবিকা দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক শিক্ষা উপকরণ

প্রকাশক
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
বাড়ি ১৯, সড়ক ১২
ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা
ঢাকা-১২০৯

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০১২ (৫,০০০ কপি)

সম্পাদনা
শাহনেওয়াজ খান
মোহাম্মদ মহসীন
জহিরুল আলম বাদল

রচনা
ইমরুল ইউসুফ

সহযোগিতা
ডঃ মোঃ আব্দুল কাউয়ুম
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (অবসরপ্রাপ্ত)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স
সেকান্দার আলী খান

মুদ্রণ
শব্দকলি প্রিন্টার্স
৭০ বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট,
কাঁটাবন, নীলক্ষেত, ঢাকা-১০০০

Commonwealth of Learning 2012

© Commonwealth of Learning

This publication is made available under a Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Licence (International): http://creativecommons.org/licences/by-sa/3.0

For the avoidance of doubt, by applying this licence the Commonwealth of Learning does not waive any privileages or immunities from claims that it may be entitled to assert, nor does the Commonwealth of Learning submit itself to the jurisdiction, courts, legal processes or laws of any jurisdiction.

Flower Cultivation : A Learning material for enhancement of livelihood skills designed for the neo-literates and persons having limited reading skills, developed by Center for International Education and Development (CINED) and published by Dhaka Ahsania Mission with the generous financial upport from Commonwealth of Learning (CLOL).

Ist Edition, December 2012, Number of copies 5000.

ISBN: 978-984-90186-1-2

ভূমিকা

বাংলাদেশ প্রচুর সম্ভাবনাময় এক দেশ। কিন্তু তারপরও এদেশের অধিকাংশ মানুষকে অভাব, অপুষ্টি, বেকারত্ব, কুসংস্কার এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ নানা বঞ্চনার মধ্যে বসবাস করতে হচ্ছে। উন্নয়ন কর্মীগণ মনে করেন শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমেই এই অবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব।

এই সম্ভাবনাময় ভাবনা থেকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন তার উন্নয়ন যাত্রার শুরুতেই শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা এবং এর পাশাপাশি মানব সম্পদ তৈরির জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই কর্মকাণ্ডের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠীর চাহিদা অনুযায়ী মিশন একের পর এক তৈরি করে চলেছে নানা ধরন ও মাত্রার মৌলিক ও অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ। বর্তমানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রয়েছে চার শতাধিক টাইটেলের মৌলিক ও অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ।

এরই ধারাবাহিকতায় ২০০২-২০০৩ সালে উন্নীত হয় দক্ষতা ও আয়বৃদ্ধিমূলক ২১টি বইয়ের একটি সিরিজ। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে গার্মেন্টস কর্মীদের জন্য উন্নীত হয় আরো ৩টি উপকরণ। সেই অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের 'সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট' (CINED) "কাজ করি জীবন গড়ি" শিরোনামে জীবিকা দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক শিক্ষা উপকরণের আরো একটি সিরিজ উন্নয়নের উদ্যোগ নিয়েছে। প্রাথমিকভাবে এই সিরিজে ৫টি বিষয়ে ৫টি বুকলেট উন্নয়ন করা হয়েছে। এই সিরিজের প্রতিটি বুকলেটের সঙ্গে রয়েছে একটি করে এনিমেশন ভিডিও। এর ফলে বুকলেট ব্যবহারকারীগণ পড়ার পাশাপাশি ভিডিও দেখে কাজটি ভালোভাবে বুঝে আয়ত্ত করতে পারবেন।

এই সিরিজের প্রতিটি বুকলেট পড়ে পড়ুয়ারা কী কী যোগ্যতা অর্জন করবেন, তার একটি তালিকা বইয়ের শেষে দেয়া হয়েছে। দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন এমন সংস্থাগুলো এই সিরিজের বুকলেট ও এনিমেশন ভিডিওগুলো ব্যবহার করে ইনফরমাল সেক্টরে যোগ্যতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবেন বলে আমরা মনে করি। পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণে এই সিরিজের উপকরণগুলো ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হবে বলে আমরা আশা করি।

"ফুল চাষ" বুকলেটটি এই সিরিজের অন্যতম একটি বুকলেট। এই সিরিজের অন্য বুকলেটগুলো হলো- কেঁচো সার, মুরগি পালন, বাটিক প্রিন্ট ও নার্সারী। "ফুল চাষ" বুকলেটটিতে সংক্ষিপ্ত ও সহজ ভাবে ৩টি ফুলের চাষ পদ্ধতি, বিক্রয় ও বাজারজাতকরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই সিরিজের বুকলেট ও এনিমেশন ভিডিওগুলোর পরিকল্পনা ও উন্নয়নে সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেছেন CINED-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব শাহনেওয়াজ খান। বুকলেটটি উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সিরিজটি উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা প্রদান করার জন্য আমরা কমনওয়েলথ অব লার্নিং (COL)-এর কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

আমরা বিশ্বাস করি এই বুকলেটগুলো পড়ে, এনিমেশন ভিডিওগুলো দেখে এবং তথ্যসমূহ কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের অগণিত বেকার নারী-পুরুষ ঘরে ঘরে ক্ষুদ্র ব্যবসা গড়ে তুলতে পারবেন। এর মাধ্যমে তাদের জীবনমানের উন্নতি ঘটবে এবং তারা জাতীয় উন্নয়নে কার্যকর অবদান রাখতে পারবেন। সিরিজের বুকলেট ও এনিমেশন ভিডিওগুলো সম্পর্কে আপনাদের যেকোনো পরামর্শ পরবর্তী সংস্করণে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

ডিসেম্বর ২০১২

কাজী রফিকুল আলম
সভাপতি
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

ফুল চাষ

ফুল সবার প্রিয়। ছোট বড় সব বয়সের মানুষ ফুল পছন্দ করে। চোখ জুড়ানো ফুলের রঙ ও গন্ধ মানুষকে আকৃষ্ট করে। তাই প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ নানাভাবে ব্যবহার করে আসছে ফুল। ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা জানাতে ফুলের স্থান সবার উপরে। উপহার হিসেবে ফুল পেয়ে আমরা আনন্দিত হই। এছাড়া ফুল চাষ করে টাকা আয় করা যায়। তাই অনেকেই ফুল চাষকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

ফুল চাষ কেন করব

বিভিন্ন উৎসব, অনুষ্ঠানে ফুলের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। এত ফুলের চাহিদা সৌখিন বাগান দিয়ে মেটানো সম্ভব নয়। এর জন্য দরকার ব্যবসায়িকভাবে ফুল চাষ করা। এছাড়া অল্প জমি এবং কম পুঁজিতে ফুল চাষ করা যায়। তাই ব্যবসায়িকভাবে ফুল চাষ বাড়ছে। যেসব কারণে আমরা ফুল চাষ করব, তাহলো-

- ফুল চাষ করতে বেশি টাকা লাগে না।
- ফুল দামি ফসল হওয়ায় চাষ করা লাভজনক।
- অল্প জমিতে ফুল চাষ করা যায়।
- সারা বছরই ফুলের আবাদ করা যায়।
- পরিবারের সবাই মিলে ফুল চাষ করা যায়।

ফুল চাষ করার আগে যা যা লাগবে

ফুল চাষ করতে দুই ধরনের উপকরণ লাগে। যেমন- ১. স্থায়ী উপকরণ, ২. চলতি উপকরণ।

১. স্থায়ী উপকরণ

যেসব জিনিস একবার কিনলে বা সংগ্রহ করলে অনেক দিন ব্যবহার করা যায় তাকে স্থায়ী উপকরণ বলা হয়।

২. চলতি উপকরণ

কিছু জিনিস আছে যা সবসময় দরকার হয় না। কাজের সময় ওই জিনিসগুলো কিনতে বা সংগ্রহ করতে হয়। এরকম জিনিসকে আমরা চলতি উপকরণ বলি। এবার আমরা দুই ধরনের উপকরণের নাম জানব।

স্থায়ী উপকরণ

লাঙল

কোদাল

স্প্রে মেশিন

দা

লম্বা কাঁচি

স্প্রে মেশিন

চাকু বা ছুরি

নিড়ানি বা খুরপি

শাবল বা খন্তা

ঝাঝরি

এসব উপকরণ জেলা ও উপজেলা শহরের দোকান এবং স্থানীয় হাট-বাজারে পাওয়া যায়। এই স্থায়ী জিনিসগুলো কিনতে আনুমানিক ৬,০০০ টাকা দরকার।

চলতি উপকরণ

ঝুড়ি ১টি

কাগজের বাক্স

রশি ১ কেজি

বস্তা ৫টি

পুরোনো খবরের কাগজ

উপরে উল্লেখিত জিনিসপত্র কিনতে আনুমানিক ৩০০ টাকা লাগতে পারে। স্থায়ী এবং চলতি উপকরণ ছাড়াও ফুল চাষ করার জন্য দরকার সার এবং কীটনাশক। নিচে প্রয়োজনীয় কিছু সারের নাম উল্লেখ করা হলো-

ফুল চাষের জন্য দরকারি সারের নাম

- ইউরিয়া সার
- দস্তা সার
- টিএসপি সার
- সরিষার খৈল
- এমওপি সার
- গোবর
- ড্যাপ সার

গোবর ছাড়া অন্য সব সার জেলা ও উপজেলা শহরের হাট-বাজারে ডিলারের দোকানে পাওয়া যায়। তবে আমাদের দেখেশুনে ভালো কোম্পানির সার ও কীটনাশক কিনতে হবে। রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের নিয়ম ভালোভাবে জেনে নিতে হবে।

লাভজনক কিছু ফুলের চাষ

এখন আমরা গাঁদা, গোলাপ ও রজনীগন্ধা এই তিন ধরনের ফুল চাষ সম্পর্কে জানব। শুরুতে আমরা বাড়ির আশপাশে মাত্র ৫ কাঠা জমি বেছে নিয়ে ফুলের চাষ শুরু করতে পারি।

গাঁদা ফুলের চাষ

ব্যবসায়িক ভাবে গাঁদা ফুলের চাষ করলে অনেক লাভ করা যায়। কারণ এই ফুল চাষে খরচ কম। যেকোনো পরিবেশে গাঁদা গাছ বেঁচে থাকতে পারে। অন্য ফুলের তুলনায় এই ফুলগাছে পোকামাকড় ও ভাইরাসের আক্রমণ কম হয়। খুব কম যত্নে একই জমিতে বছরে মোট তিনবার গাঁদা ফুলের চাষ করা যায়। গাঁদা চাষের জন্য ৫ কাঠা জমিতে ২ হাজার চারার প্রয়োজন। প্রতি হাজার চারার দাম পড়বে ৩৫০ থেকে ৪০০ টাকা।

গাঁদা ফুলের জাত

আমাদের দেশে সাধারণত দুই জাতের গাঁদা ফুলের চাষ হতে দেখা যায়। জাত দুটি হলো–

- আফ্রিকান গাঁদা
- ফরাসি গাঁদা

আফ্রিকান জাতের গাঁদা ফুল কমলা, হলুদ ও গাঁঢ় খয়েরি রঙের হয়। আর ফরাসি গাঁদা লাল ও হলুদ রঙের হয়। ফরাসি জাতের গাঁদা গাছে ছোট ছোট প্রচুর ফুল ফোটে। এজন্য ব্যবসায়ীরা এই জাতের গাঁদা ফুলের চাষ বেশি করে থাকে।

গাঁদা ফুল চাষের ধাপসমূহ

চারা রোপণের সময়

শ্রাবণ বা জুলাই-আগস্ট মাস চারা রোপণের ভালো সময়। জমিতে বীজ বপন করে বা গাছের ডাল কেটে চারা তৈরি করা যায়। প্রথম বছর ভালো নার্সারি বা আশপাশের চাষীর কাছ থেকে চারা সংগ্রহ করে রোপণ করুন।

জমি নির্বাচন ও বেড তৈরি

সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত টানা রোদ পড়ে এমন জমি বেছে নিন। তারপর ঝুরঝুরে মাটি দিয়ে জমি থেকে অন্তত ২ ইঞ্চি উঁচু বেড তৈরি করুন। বেডের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন রকম হতে পারে; যেমন- ৫ বা ১০ অথবা ২০ ফুট। প্রস্থ হবে দেড় থেকে ২ ফুট।

সার প্রয়োগ

শেষ চাষ দেয়ার আগে প্রতি কাঠায় ১০০ কেজি হিসেবে ৫ কাঠা জমিতে ৫০০ কেজি গোবর দিন। জমিতে ৫ কেজি টিএসপি, ১ কেজি ৩০০ গ্রাম পটাশ এবং ১ কেজি ৩০০ গ্রাম ইউরিয়া সার দিন।

গাঁদা ফুলের চারা লাগানোর নিয়ম

প্রত্যেকটি চারা ১০ ইঞ্চি পর পর লাগান। এক সারি চারা লাগানোর পর অন্তত ৩ ফুট দূরে আরেকটি সারি করুন। দুই সারির মাঝে নালা তৈরি করুন। এই নালার সাহায্যে দুটি কাজ করা যাবে। যেমন- গাছে পানি সেচ দেয়া এবং দুই সারি গাছের মাঝে দাঁড়িয়ে গাছের যত্ন নেয়া যাবে। এই নিয়মে একের পর এক সারি তৈরি করুন। এভাবে বেড তৈরি করলে ৫ কাঠা জমিতে ২ হাজার চারা লাগানো যাবে।

জমিতে সেচ ও আগাছা দমন

চারা লাগানোর পর ২-৩ দিন বিকাল বেলায় পানি সেচ দিন। দশ-পনের দিন পর জমিতে আগাছা দেখা দিলে নিড়ানি দিয়ে আগাছা তুলে ফেলুন। জমির মাটি শুকিয়ে গেলে প্রয়োজন মতো আবারো সেচ দিন।

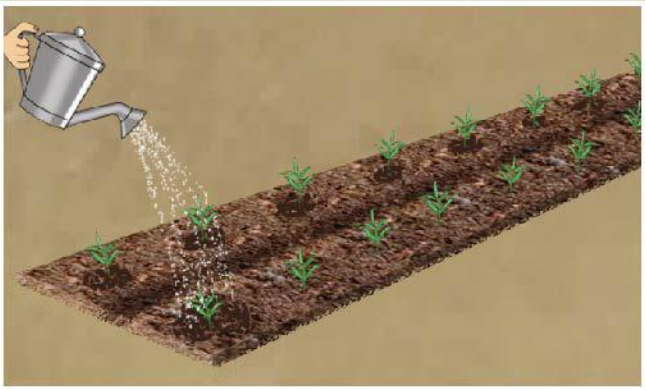

ডাল ছাঁটাই

চারার বয়স ১ মাস হলে গাছ ঝাকালো করার জন্য গাছের উপরের কয়েকটি ডগা কেটে দিন। এতে গাছ থেকে নতুন নতুন ডাল গজাবে। নতুন গজানো এসব ডালের মাথায় কুঁড়ি আসবে।

ফুলের কুঁড়ি ছাঁটাই

গাছের একটি ডালে অনেকগুলো কুঁড়ি দেখা দিতে পারে। এরকম হলে উপরের দিকে ২-৪টি কুঁড়ি রেখে বাকিগুলো ভেঙে দিন। গাছে যদি বেশি কুঁড়ি ধরে তাহলে নিচের দিক থেকে কয়েকটি ডাল কেটে দিন। এতে ফুল বড় এবং সুন্দর হবে।

সার প্রয়োগ ও পুনরায় সেচ

গাছের বয়স ২ মাস হলে প্রতিটি ডালের মাথায় কুঁড়ি দেখা দেবে। এসময় জমিতে আবার সেচ দিন। পানি সেচের পাশাপাশি গাছ প্রতি ১ চা চামচ সুপার ফসফেট দিন। অথবা ইউরিয়া, টিএসপি এবং এমওপি সারের মিশ্রণ অর্থাৎ ড্যাপ সার দিন। এতে গাছে প্রচুর ফুল আসবে।

ফুল সংগ্রহ

গড়ে ৭৫ দিন বা আড়াই মাস পর সব গাছে ফুল ফুটবে। প্রতিদিন ফোটা ফুল বোঁটা লম্বা রেখে ধারালো ব্লেড বা ছুরি দিয়ে কেটে নিন। ফুলের উপর পানি ছিটিয়ে দিন। এতে ফুল বেশি দিন টাটকা থাকবে। বাগান থেকে তোলা ফুল ঝুড়িতে রাখুন। ৫ কাঠা জমি থেকে প্রতিদিন ৪-৫ হাজার ফুল তোলা যায়। ৫ কাঠা জমিতে একবার লাগানো গাছ থেকে ১,২০,০০০ থেকে ১,৫০,০০০ ফুল পাওয়া সম্ভব। বছরে তিনবার ফুলের চারা লাগালে গড়ে প্রতিবারে ১,৩০,০০০ করে তিনবারে মোট ফুল পাওয়া যাবে প্রায় ৩,৯০,০০০টি।

রোগ-বালাই ও প্রতিকার

গাঁদা ফুলের বিভিন্ন ধরনের রোগ-বালাই হয়। এবার আমরা এসব রোগের কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে জানব।

রোগ	কারণ	প্রতিকার
গাঁদা ফুলের গোড়া ও কাণ্ড পচা এবং ঢলে পড়া রোগ	ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের আক্রমণ এবং গাছের গোড়ায় পানি জমা	১ লিটার পানিতে ৪ গ্রাম কপার অক্সি-ক্লোরাইড মিশিয়ে গাছের গোড়ায় দিতে হবে। এছাড়া ১৬ লিটার পানির (স্প্রে মেশিনের এক ব্যারেল) সাথে ১০০ গ্রাম বোতলের ৩ ভাগের ১ ভাগ রিডোমিল গোল্ড বা ব্যাভিস্টিন মিশিয়ে গাছে স্প্রে করতে হবে। আক্রান্ত গাছটি তুলে মাটিতে পুঁতে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
গাছের ডগা শুকিয়ে যাওয়া	ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ	ডাইক্লোফল, থিয়োভিট ব্যবহার করতে হবে। তবে সবচেয়ে ভালো হয়, আক্রান্ত গাছটি তুলে মাটিতে পুঁতে বা পুড়িয়ে ফেলা।
পোকা লাগা	গাছে জাব পোকার আক্রমণ	১ লিটার পানিতে ১ মিলিলিটার সবিক্রন মিশিয়ে গাছে স্প্রে করতে হবে। অথবা মেলাথিয়ন নামের কীটনাশক পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
পাতায় কালো কালো দাগ	ছত্রাকের আক্রমণ	১ লিটার পানিতে ৪ গ্রাম কপার অক্সি-ক্লোরাইড মিশিয়ে গাছে স্প্রে করতে হবে। এছাড়া ১ লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম ম্যানকোজেব মিশিয়ে স্প্রে করা যায়।

সাবধানতা

১. গাছে ভাইরাস, ছত্রাক ও পোকামাকড়ের আক্রমণ হলে সাথে সাথে ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে।
২. বাগান নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে। জমি, গাছ বা ফুলের কোনো সমস্যা আছে কিনা তা দেখতে হবে।
৩. জমি সবসময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে।
৪. বৃষ্টির পানি জমে গেলে সাথে সাথে সরানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

গাঁদা ফুল চাষে লাভ

উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় মূল্য থেকে সব ধরনের খরচ বাদ দিলে লাভের পরিমাণ জানা যায়।

৫ কাঠা জমিতে গাঁদা ফুলের চাষ করে এক বছরে ৬১,০০০ টাকা লাভ করা সম্ভব। আয়-ব্যয়ের আনুমানিক বিবরণ দেয়া হলো।

স্থায়ী খরচ

আমরা আগেই জেনেছি, গাঁদা ফুলের চাষ করতে প্রয়োজনীয় স্থায়ী উপকরণের আনুমানিক মূল্য ৬,০০০ টাকা। শতকরা ২০ ভাগ ক্ষয় ধরে স্থায়ী উপকরণের ১ বছরের খরচ	১২০০ টাকা

চলতি খরচ

জমি তৈরি (প্রতি বারে ২,০০০ টাকা হিসেবে বছরে ৩ বার জমি তৈরি)	৬,০০০ টাকা
চারা ক্রয় (৫০ পয়সা দরে ৬,০০০টি চারার মূল্য)	৩,০০০ টাকা
সার ক্রয় (প্রত্যেক বার ১,০০০ টাকা করে ৩ বার)	৩,০০০ টাকা
কীটনাশক ক্রয় (প্রত্যেক বার ৫০০ টাকা করে ৩ বার)	১,৫০০ টাকা
সেচ খরচ (প্রত্যেক বার ৫০০ টাকা করে ৩ বার)	১,৫০০ টাকা
ঝুড়ি, রশি ও বস্তা ক্রয়	৩০০ টাকা
জমির ভাড়া (৫ কাঠা জমির ১ বছরের ভাড়া)	৫০০ টাকা
মোট চলতি খরচ	১৫,৮০০ টাকা

মোট খরচ

চলতি খরচ	১৫,৮০০ টাকা
স্থায়ী খরচ	১,২০০ টাকা
সর্বমোট খরচ	১৭,০০০ টাকা

লাভ

ফুল বিক্রি (২০ পয়সা দরে ৩,৯০,০০০টি ফুল)	৭৮,০০০ টাকা
মোট খরচ (স্থায়ী ও চলতি খরচ)	১৭,০০০ টাকা
গাঁদা ফুল চাষ থেকে ১ বছরে লাভ	৬১,০০০ টাকা

গোলাপ ফুলের চাষ

গোলাপ সবার কাছে খুব প্রিয় একটি ফুল। যেমনি তার রঙ, তেমনি তার গঠন ও গন্ধ। তাই সবাই গোলাপকে 'ফুলের রাণী' বলে। সবার প্রিয় বলেই সারাদেশে গোলাপের চাহিদা অনেক। এজন্য বাণিজ্যিকভাবে এ ফুলটি চাষ করার কথা ভাবা যায়। এই ফুল চাষে খরচ কম। কিন্তু লাভ অনেক বেশি। কারণ একটি গাছ বেঁচে থাকে ৪ থেকে ৫ বছর। আর একটি গাছ থেকেই বছরে ১০০ থেকে ৩০০টি ফুল পাওয়া যায়। আদর্শ নার্সারি থেকে গোলাপের প্রতিটি চারা ১২ থেকে ১৪ টাকায় কেনা যাবে। সেই হিসেবে ৫ কাঠা জমিতে গোলাপ চাষ করতে খরচ হবে ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা।

গোলাপ ফুলের জাত

দুনিয়া জুড়ে গোলাপের নানারকম জাত রয়েছে। বাংলাদেশে চাষ হয় এমন কয়েকটি জাত হলো–

গোলাপের জাত	
পাপা মেলান্ড	ব্লু মুন
মিরান্ডি	মন্টেজুমা
ডাবল ডিলাইট	টাটা সেন্টার
তাজমহল	সিটি অব বেলফাস্ট
প্যারাডাইস	

গোলাপ ফুল চাষের ধাপসমূহ

জমি নির্বাচন ও বেড তৈরি

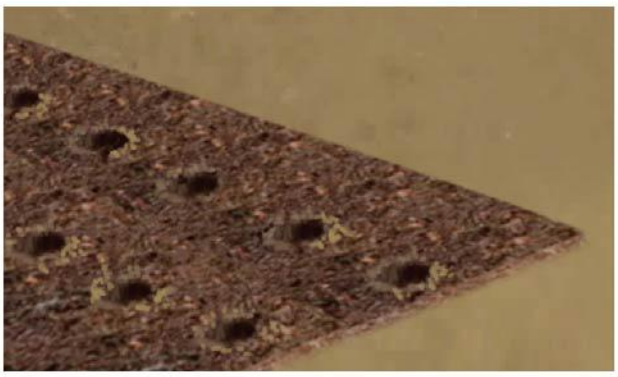

গাদা ফুলের মতো একই ধরনের জমিতে বেড তৈরি করুন।

চারা রোপণের সময় ও নিয়ম

বেডের উপরের অংশ জুড়ে ১৮ ইঞ্চি পর পর ৩/৪ ইঞ্চি গর্ত করে চারা লাগান। এভাবে ৫ কাঠা জমিতে ১ হাজার চারা লাগানো সম্ভব। বর্ষা মৌসুম শেষে অর্থাৎ আশ্বিন-কার্তিক বা সেপ্টেম্বর মাস গোলাপ চাষের সবচেয়ে ভালো সময়। তবে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত চারা রোপণ করা যায়। এসময় চারা রোপণ করলে শীতের শুরুতেই গাছে ফুল আসবে। মাটি কিছুটা ভেজা থাকায় পানি সেচ কম লাগবে। এতে খরচও কম হবে। চারা লাগানো শেষে ঝারনা দিয়ে প্রতিটি গাছ ভিজিয়ে দিতে হবে।

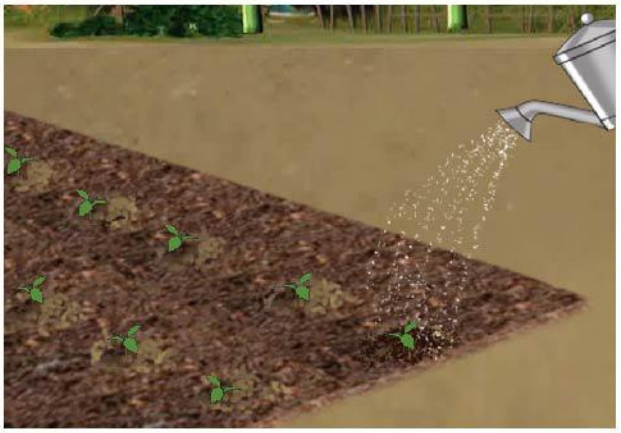

জমিতে সেচ ও আগাছা দমন

চারা লাগানোর ১০-১৫ দিন পর জমিতে আগাছা দেখা দিতে পারে। আগাছা দেখা দিলে সেগুলো পরিষ্কার করুন। চারা লাগানোর ১৫ দিন পর জমির মাটি কিছুটা শুকিয়ে যেতে পারে। জমির মাটি শুকিয়ে গেলে আবার সেচ দিন। লক্ষ্য রাখবেন, গাছের গোড়ায় যেন অতিরিক্ত পানি না জমে। অতিরিক্ত পানি গোলাপ চাষের জন্য ক্ষতিকর। ফুল বাগানের মাটির অবস্থা বুঝে প্রয়োজনে ১০-১৫ দিন পর পর সেচ দিন।

সার প্রয়োগ ও পুনরায় সেচ

গাছ লাগানোর প্রথম ২ মাস জমিতে সার দেয়ার কোনো দরকার হয় না। নতুন ডাল এবং কুঁড়ি ধরলে প্রতিটি গাছের গোড়ায় ৫০ গ্রাম সরিষার খৈল গুঁড়া করে দিন। এছাড়া গাছ প্রতি ১ চা চামচ ট্রিপল সুপার ফসফেট অথবা ড্যাপ সার জমিতে ছিটিয়ে দিন। এতে গাছে প্রচুর ফুল আসবে। সার দেয়ার পর জমিতে সেচ দিন। গাছে ফুল আসতে শুরু করলে গাছের গোড়া থেকে ৫/৬ ইঞ্চি দূরে নিড়ানি দিয়ে মাটি সরিয়ে দিন। এতে গাছের গোড়ায় রোদ লাগবে। এসময় পরিমাণমতো জৈব সারও দিতে হবে।

জৈব সার দেয়ার ২০ দিন পর গাছে তরল সার দিলে বেশি পরিমাণে ফুল পাওয়া যাবে। এজন্য ১৮ লিটার মাপের ১টি বালতি নিন। বালতিতে ১ কেজি সরিষার খৈল ও ৭/৮ কেজি টাটকা গোবর ভেজান। ৭ দিন পর খৈল এবং গোবর মিশ্রিত পানির সাথে আরো ৪ বালতি পানি মিশিয়ে পাতলা করুন। এরপর ওই তরল সার প্রতিটি গাছের গোড়ায় ২৫০ মিলিলিটার পরিমাণে ঢেলে দিন। গাছে কুঁড়ি ধরতে শুরু করলে প্রতি সপ্তাহে একদিন তরল সার দিন। এতে বাগানে প্রচুর ফুল ফুটবে।

ডাল ছাঁটাই

সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে ডাল ছাঁটাই করুন। ছাঁটাই করার সময় ধারালো ছুরি বা কাঁচি ব্যবহার করতে হবে। ডাল ছাঁটাইয়ের পর সার প্রয়োগ করুন।

ফুলের কুঁড়ি ছাঁটাই

ছাঁটাই করা ডালে একসাথে অনেক কুঁড়ি দেখা দেয়। সবগুলো কুঁড়ি ফুটতে দিলে ফুল বড় হয় না। তাই বড় ফুলের জন্য আসল কুঁড়ি রেখে অন্য কুঁড়িগুলো ছুরি দিয়ে কেটে দিন।

ফুল সংগ্রহ

৩ মাসের মধ্যে প্রায় সব গাছে ফুল ফুটবে। প্রতিদিন ফোটা ফুল ধারালো ছুরি, কাঁচি বা ব্লেড দিয়ে কাটুন। গাছ থেকে এমনভাবে ফুল তুলবেন যাতে ফুলের নিচের দিকে ৩/৪টি পাতা থাকে। এতে ফুল বেশি সময় টাটকা থাকবে। ৫ কাঠা জমি থেকে প্রতিদিন ১৮০-২০০টি ফুল তোলা সম্ভব। সে হিসেবে এক বছরে মোট ফুল পাওয়া যাবে প্রায় (২০০টি X ২৭০টি) = ৫৪,০০০টি।

রোগ-বালাই ও প্রতিকার

গোলাপ গাছে নানা ধরনের রোগ দেখা দেয়। এবার আমরা এসব রোগের লক্ষণ ও প্রতিকার সম্পর্কে জানব।

রোগের লক্ষণ	প্রতিকার
গাছের কচিপাতা কুঁকড়ে যায় ও পাতার নিচের অংশে সাদা পাউডারের আবরণ তৈরি হয়।	১ লিটার পানিতে ১ গ্রাম বেনলেট, ২ গ্রাম সালফার এবং ১ গ্রাম ব্যাভিস্টিন মিশিয়ে ৭ থেকে ১০ দিন পরপর স্প্রে করতে হবে।
পাতার কিনারায় এবং উভয় পাশে ঘন কালো দাগ দেখা যায়।	আক্রান্ত পাতা দেখা মাত্র ছিঁড়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। ১ লিটার পানিতে ২ গ্রাম ক্যাপটান বা ১ গ্রাম ব্যাভিস্টিন মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে।
গাছের আগা থেকে রোগটি শুরু হয়ে গোড়ার দিকে মরতে থাকে। ডালপালা কালো হয়ে যায়।	ডালপালার যে অংশে রোগ দেখা যায় তার ১ ইঞ্চি নিচ থেকে ডালটি কেটে ফেলতে হবে। তারপর ১ লিটার পানিতে ১ গ্রাম ব্যাভিস্টিন মিশিয়ে কাটা অংশে স্প্রে করতে হবে।
গাছের ডালপালা ও কুঁড়ি শুকিয়ে যায় ও বিবর্ণ হয়। কুঁড়িতে বাদামী রঙের গোল দাগ পড়ে।	আক্রান্ত কুঁড়ি সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। ১ লিটার পানিতে ২ গ্রাম ব্যাভিস্টিন এবং ২ গ্রাম বেনোমিল মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
লাল মাকড়শা পাতার নিচে বাসা বাঁধে এবং পাতার রস শোষণ করে।	১ লিটার পানিতে ১ গ্রাম ক্যালথেন অথবা ২ গ্রাম ওমাইট মিশিয়ে দুই সপ্তাহ পর পর স্প্রে করতে হবে।
জাব পোকা গাছের রস শোষণ করে ছিদ্র করে ফেলে।	১ লিটার পানিতে ১ গ্রাম মেটাসিসটক্স মিশিয়ে ১০ থেকে ১৫ দিন পরপর নিয়মিত স্প্রে করা উচিত।

গাছের যত্ন

গোলাপ ফুলের ভালো ফলন পেতে হলে যত্ন নিতে হবে। এজন্য নিচের নিয়মগুলো মেনে চলা দরকার।

- পুরোনো বাগানের ক্ষেত্রে বর্ষার আগে গাছের গোড়ার মাটি সরিয়ে দিতে হবে।
- প্রতি সপ্তাহে একবার বাগানের আগাছা পরিষ্কার করতে হবে।
- সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে পানির সাথে চুন মিশিয়ে ওই মিশ্রণ জমিতে দিতে হবে। এতে গাছে পোকার আক্রমণ কম হবে।

- বছরে একবার গোলাপ গাছের ডাল ছাঁটাই করতে হবে। এ কাজ বর্ষার শেষের দিক থেকে শীতের শুরুতেই করা ভালো।
- গাছের বংশ বিস্তার বা নতুন চারার জন্য মূল গাছ থেকে শাখা, দাবা, গুটি অথবা চোখ কলম তৈরি করতে হবে।
- গোলাপ গাছের পাতায় তরল সার শুধু শীতকালে ব্যবহার করতে হবে। এই সার যেন ফুলে না লাগে সেদিকে নজর রাখতে হবে। গাছে ফুল আসার পর তরল সার দেয়া যাবে না।

গোলাপ ফুল চাষে লাভ

৫ কাঠা জমিতে গোলাপ ফুলের চাষ করে এক বছরে ৫০,০০০ টাকা লাভ করা সম্ভব। নিচে আয়-ব্যয়ের আনুমানিক বিবরণ দেয়া হলো।

স্থায়ী খরচ

আমরা আগেই জেনেছি, গোলাপ ফুল চাষ করতে প্রয়োজনীয় স্থায়ী উপকরণের আনুমানিক মূল্য ৬,০০০ টাকা। শতকরা ২০ ভাগ ক্ষয় ধরে স্থায়ী উপকরণের ১ বছরের খরচ	১,২০০ টাকা

চলতি খরচ

জমি তৈরি	৩,০০০ টাকা
চারা ক্রয় (১৪ টাকা দরে ১,০০০টি চারা ক্রয়)	১৪,০০০ টাকা
সার ক্রয়	৪,৮০০ টাকা
কীটনাশক ক্রয়	৩,৬০০ টাকা
সেচ খরচ	৩,৬০০ টাকা
ঝুড়ি, রশি ও বস্তা ক্রয়	৩০০ টাকা
জমির ভাড়া (৫ কাঠা জমির ১ বছরের ভাড়া)	৫০০ টাকা
মোট চলতি খরচ	২৯,৮০০ টাকা

মোট খরচ

চলতি খরচ	২৯,৮০০ টাকা
স্থায়ী খরচ	১,২০০ টাকা
সর্বমোট খরচ	৩১,০০০ টাকা

লাভ

ফুল বিক্রয় (১.৫০ টাকা দরে ৫৪,০০০টি ফুল)	৮১,০০০ টাকা
মোট খরচ (স্থায়ী ও চলতি খরচ)	৩১,০০০ টাকা
গোলাপ ফুল চাষ থেকে ১ বছরে লাভ	৫০,০০০ টাকা

রজনীগন্ধা ফুলের চাষ

জনপ্রিয় ফুলগুলোর মধ্যে রজনীগন্ধা অন্যতম। এ ফুলের গন্ধ ও সৌন্দর্য সবাইকে আকর্ষণ করে। প্রায় সব ধরনের অনুষ্ঠানে রজনীগন্ধা ব্যবহার হয়। সারাদেশ জুড়ে রজনীগন্ধার চাহিদা রয়েছে। রজনীগন্ধা চাষে খরচ এবং ঝুঁকি দুটোই কম। এ ফুলের চাষ করা খুবই লাভজনক। ভালো নার্সারি থেকে রজনীগন্ধার বীজ বা কন্দ সংগ্রহ করা যায়। মাঝারি সাইজের প্রতি হাজার কন্দ বিক্রয় হয় ১ হাজার টাকায়। সেই হিসেবে ৫ কাঠা জমিতে লাগবে ৫ হাজার কন্দ। আর কন্দ বা বীজের দামসহ চাষাবাদে খরচ হবে ৮ থেকে ৯ হাজার টাকা।

রজনীগন্ধা ফুলের জাত

আমাদের দেশে সাধারণত ২ জাতের রজনীগন্ধা ফুলের চাষ হতে দেখা যায়। যেমন- সিঙ্গোল ও ডাবল পাঁপড়ির রজনীগন্ধা। সিঙ্গোল জাতের মধ্যে রয়েছে– রজত রেখা, সিঙ্গার, বৈভব ও রজনী। আর ডাবল জাতের মধ্যে রয়েছে– পার্ল, স্বর্ণরেখা ও সুভাষিণী। এর মধ্যে রজনী নামের সিঙ্গোল ও ডাবল জাতের সুভাষিণী রজনীগন্ধার চাষ বেশি হয়।

রজনীগন্ধা ফুল চাষের ধাপসমূহ

জমি নির্বাচন ও বেড তৈরি

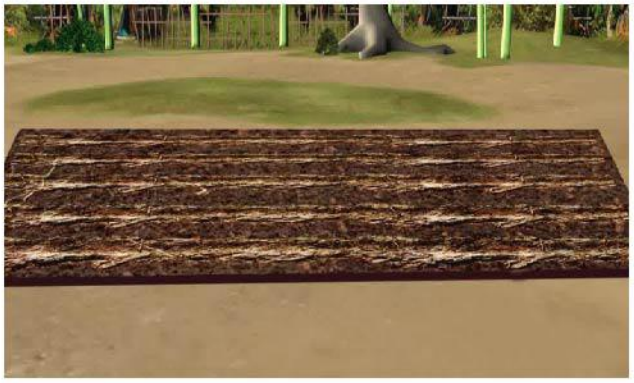

এঁটেল দোঁআশ বা পলি দোঁআশ মাটিতে রজনীগন্ধার চাষ ভালো হয়। রজনীগন্ধা চাষের শুরুতেই জমির মাটি ভিজিয়ে নিন। কোদাল দিয়ে কুপিয়ে জমির মাটি ঝুরঝুরে করে নিন। জমির মাটি সমান করে জমি থেকে অন্তত ২ ইঞ্চি উঁচু বেড তৈরি করুন।

বীজ বা কন্দ বপন

শীতের শেষে রজনীগন্ধার কন্দ বা বীজ মাটি থেকে তুলতে হয়। কন্দগুলো ১ মাস ছায়াযুক্ত জায়গায় রেখে শুকিয়ে নিতে হবে। তারপর জমিতে বপন করতে হবে। ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল মাসের দিকে রজনীগন্ধার বীজ বা কন্দ বপন করা ভালো। তবে বর্ষাকালে বা মে-জুন মাসেও বীজ বপন করা যায়। মাঝারি সাইজের বীজ বা কন্দ মাটিতে রোপণ করতে হবে। এতে কন্দগুলো থেকে তাড়াতাড়ি চারা বের হবে এবং গাছে তাড়াতাড়ি ফুল আসবে।

লাঙলের ফলা বা শাবলের মুখ মাটিতে চেপে দেড় ফুট পর পর লাইন টানুন। ৪ সারি পর পর ১ সারি ফাঁকা রাখুন। বেড লম্বালম্বি বা আড়াআড়ি হতে পারে। এবার কন্দগুলো লাইন বরাবর ৫ ইঞ্চি পর পর পুঁতে দিন। লক্ষ্য রাখবেন যেন, বীজগুলো ২ ইঞ্চি মাটির গভীরে থাকে।

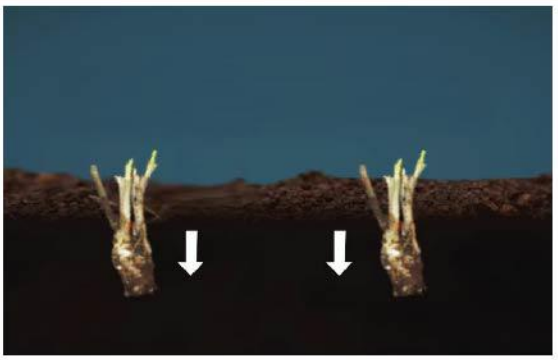

জমিতে সেচ ও আগাছা দমন

কন্দ বসানো শেষে জমিতে সেচ দিন। জমিতে এমনভাবে সেচ দিন যাতে জমির সব মাটি ভিজে যায়। খেয়াল রাখবেন, কোথাও যেন পানি জমে না থাকে। কারণ কন্দ থেকে চারা বের হওয়ার সময় জমিতে বেশি পানি থাকলে কন্দ পচে যেতে পারে। কন্দ বসানোর ২০ দিনের মধ্যে চারা বের হবে। চারার বয়স ১ মাস হলে গাছের গোড়ার মাটি নিড়ানির সাহায্যে আলগা করে দিন। এ সময় বেডে যদি ঘাস বা আগাছা হয় তাহলে সেগুলো তুলে ফেলুন।

সার প্রয়োগ

এবার ৫ কাঠা জমির জন্য দেড় কেজি ইউরিয়া, সাড়ে ৩ কেজি সুপার ফসফেট এবং সাড়ে ৩ কেজি পটাশ একসাথে মেশান। তারপর গাছের গোড়ায় ছড়িয়ে দিন। কন্দ রোপণের ২৫ দিন পর প্রতি কাঠা জমিতে ৫০০ গ্রাম পটাশ সার দিন। চারার বয়স ৬০ দিন হলে প্রতি কাঠা জমিতে ৫০০ গ্রাম ইউরিয়া এবং পটাশ সার দিন। ৪ মাস ১০ দিন পর ৭০০ গ্রাম পটাশ এবং ২৫ কেজি খৈল মাটির সাথে মিশিয়ে জমিতে দিন। মাঝে কয়েক দিন বিরতি দিয়ে ৬, ৭ ও ৮ নম্বর মাসে প্রতি কাঠা জমিতে ৩২৫ গ্রাম হারে ইউরিয়া সার দিন।

পানি সেচ

গাছের বয়স ২ মাস হলে জমিতে আবার সেচ দিন। জমির মাটি শুকিয়ে এলে গাছের গোড়ার মাটি আলগা করে দিন। ৩ মাস পর থেকেই কিছু কিছু গাছে ফুল ধরা শুরু হবে। গাছে ফুল ফুটতে শুরু করার সাথে সাথে জমিতে সেচ দিন। গরমের সময় সপ্তাহে একবার আর শীতের সময় মাসে একবার সেচ দিলেই চলে। এসময় ইউরিয়া, টিএসপি এবং এমওপি সারের মিশ্রণ বা ড্যাপ সার জমিতে ছিটিয়ে দিন। এতে ফুলের উৎপাদন অনেক বেশি হবে। ৪-৫ মাসের মধ্যেই সব গাছে ফুল এসে যাবে। সব গাছে ফুল ধরার পর জমিতে দস্তা সার ছিটিয়ে দিন। এর ফলে ফুল বড় এবং আকর্ষণীয় হবে।

ফুল সংগ্রহ

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে কন্দ রোপণ করলে আগস্ট মাস থেকে ফুল পাওয়া যাবে। একবার কোনো জমিতে রজনীগন্ধা রোপণ করলে ৩ বছর ওই জমি থেকে ফুল পাওয়া যায়। ফুল ফোটার পর ফুলের শীষ বা স্টিকটি যতদূর সম্ভব নিচ থেকে কাটুন। ফুলের শীষ কাটার জন্য ধারালো কাচি ব্যবহার করুন। এতে গাছ থেকে আবার তাড়াতাড়ি নতুন শীষ বের হবে। ফুল বেশিদিন টাটকা থাকবে।

বাগান থেকে বিকালের দিকে ফুল তোলাই ভালো। ৫ কাঠা জমি থেকে বছরে প্রায় ৩০,০০০ স্টিক পাওয়া যায়। বছরের সবসময় ফুল পাওয়ার জন্য ২ বছর পর ২০ ভাগ গাছ জমি থেকে তুলে ফেলুন। তারপর এগুলো আলাদা জমিতে রোপণ করুন। ৩ বছর পর পুরাতন জমির সব গাছ তুলে ফেলতে হবে।

রোগ-বালাই ও প্রতিকার

রজনীগন্ধা ফুল এবং গাছে নানা ধরনের রোগ-বালাই হয়। এবার আমরা এসব রোগের কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে জানব।

রোগের নাম	কারণ	প্রতিকার
রজনীগন্ধার গোড়া পচা রোগ	গাছের গোড়ায় পানি জমা	১ লিটার পানিতে ৪ গ্রাম কপার অক্সি-ক্লোরাইড মিশিয়ে গাছের গোড়ায় দিতে হবে। ইউরিয়া, সুপার ফসফেট এবং পটাশ মিশিয়ে ওই মিশ্রণ গাছের গোড়ায় ছিটিয়ে দিতে হবে।
শীষ থেকে ফুল ঝরে পড়া রোগ	জমিতে ফসফরাসের অভাব	মাটিতে টিএসপি সার প্রয়োগ করতে হবে।

রজনীগন্ধা ফুল চাষে লাভ

৫ কাঠা জমিতে রজনীগন্ধা ফুল চাষ করে এক বছরে প্রায় ৩৯,০০০ টাকা লাভ করা সম্ভব। নিচে আয়-ব্যয়ের আনুমানিক বিবরণ দেয়া হলো।

স্থায়ী খরচ

আমরা আগেই জেনেছি, রজনীগন্ধার চাষ করতে প্রয়োজনীয় স্থায়ী উপকরণের আনুমানিক মূল্য ৬,০০০ টাকা। শতকরা ২০ ভাগ ক্ষয় ধরে স্থায়ী উপকরণের ১ বছরের খরচ	১,২০০ টাকা

চলতি খরচ

জমি তৈরি	২,০০০ টাকা
কন্দ ক্রয় (৫ টাকা দরে ১,০০০টি কন্দ)	৫,০০০ টাকা
সার ক্রয়	৪,৮০০ টাকা
কীটনাশক ক্রয়	৩,৬০০ টাকা
সেচ খরচ	৩,৬০০ টাকা
ঝুড়ি, রশি ও বস্তা ক্রয়	৩০০ টাকা
জমির ভাড়া (৫ কাঠা জমির ১ বছরের ভাড়া)	৫০০ টাকা
মোট চলতি খরচ	১৯,৮০০ টাকা

মোট খরচ

চলতি খরচ	১৯,৮০০ টাকা
স্থায়ী খরচ	১,২০০ টাকা
সর্বমোট খরচ	২১,০০০ টাকা

লাভ

ফুল বিক্রয় (২ টাকা দরে ৩০,০০০টি ফুল)	৬০,০০০ টাকা
মোট খরচ (স্থায়ী ও চলতি খরচ)	২১,০০০ টাকা
রজনীগন্ধা ফুল চাষ করে ১ বছরে লাভ	৩৯,০০০ টাকা

ফুল সংরক্ষণ

গাঁদা, গোলাপ কিংবা রজনীগন্ধা ফুল গাছ থেকে তোলার পর বিক্রয়ের আগ পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হয়। ফুল তোলার পর ওই দিন বাজারে সব ফুল বিক্রয় না হলে বাড়ির ঠাণ্ডা এবং ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে। গাঁদা ফুল ঝুড়িতে রেখে ফুলের ওপর মাঝে মধ্যে পানি ছিটিয়ে দিতে হবে। ফুলসহ গোলাপের ডাল এবং রজনীগন্ধা ফুলের স্টিকের গোড়া পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে।

প্যাকেট ও বাজারজাত করা

গাঁদা, গোলাপ ও রজনীগন্ধা ফুল বাগান থেকে বিকালের দিকে সংগ্রহ করুন। তোলা ফুল ঝুড়ি, খাঁচি বা টুকরিতে সাজান। গোলাপ ও রজনীগন্ধার ক্ষেত্রে ৫০টি ফুল একসাথে বেঁধে একেকটি তোড়া তৈরি করুন। ফুলের তোড়ার মাথা খবরের কাগজ দিয়ে মুড়ে দিন। এই ফুল ঝুড়ি বা খাঁচি অথবা টুকরিতে করে স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করা যায়। দূর-দূরান্তে কোথাও ফুল পাঠালে খাঁচি ও টুকরির পাশাপাশি বস্তায় বা কাগজের বাক্সে করেও পাঠানো যায়। খাঁচিতে ফুল পাঠানোর আগে কাটা বস্তা দিয়ে খাঁচির মুখ ঢেকে চারপাশ সেলাই করে দিন। দূর-দূরান্তে কোথাও রজনীগন্ধা ফুল পাঠালে ফুলের একেকটি তোড়া বস্তা দিয়ে

শেষ কথা

ফুল চাষ একটি লাভজনক ব্যবসা। লাভের হার খরচের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি। যারা কম পুঁজি খাটিয়ে বেশি লাভ করতে চান, তারা ফুল চাষের কথা ভাবতে পারেন। কারণ কাজটি সহজে শিখে নেয়া যায়। ২/৩ জনের বেশি লোক দরকার হয় না। তবে তার আগে ফুল চাষ করে এমন একজন চাষীর পরামর্শ নিন। তাদের পরামর্শ মতো আপনার বাড়ির আশপাশের খোলা জায়গায় ফুল চাষ শুরু করুন। প্রথমে ৫ কাঠা জমিতে ফুলের চাষ শুরু করতে পারেন। আবার জমি বেশি থাকলে ৫ কাঠা করে জমিতে ২/৩ ধরনের ফুলের চাষ করা যায়। এতে লাভ বেশি হবে। ফুল বিক্রয় থেকে লাভ আসতে শুরু করলে আরও নতুন নতুন ফুলের আবাদ নিয়ে ভাবতে পারেন।

অর্জনযোগ্য যোগ্যতাসমূহ

এই বইটি পাঠ শেষে পাঠকগণ-

১. ক্ষুদ্র ব্যবসা হিসেবে ফুল চাষের সুবিধাসমূহ বলতে পারবেন;

২. ফুলচাষের জন্য উপযুক্ত জমি নির্বাচন করতে পারবেন;

৩. ফুলচাষের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের নাম, পরিমাণ, প্রাপ্তিস্থান ও সম্ভাব্য দাম বলতে পারবেন;

৪. ফুলচাষের জন্য জমি তৈরির কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন;

৫. গাঁদা, গোলাপ ও রজনীগন্ধা ফুলের বিভিন্ন জাতের নাম বলতে পারবেন;

৬. গাঁদা, গোলাপ ও রজনীগন্ধা ফুলের চারা লাগানোর সময় ও কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

৭. গাঁদা, গোলাপ ও রজনীগন্ধা ফুলের চারায় সেচ ও সার প্রয়োগ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;

৮. গাঁদা, গোলাপ ও রজনীগন্ধা ফুল গাছে সাধারণত কী কী রোগ দেখা দেয় এবং তার প্রতিকারের উপায় ব্যাখা করতে পারবেন;

৯. গাঁদা, গোলাপ ও রজনীগন্ধা গাছের যত্ন ও ফুল সংগ্রহের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

১০. গাঁদা, গোলাপ ও রজনীগন্ধা ফুল বাজারজাতকরণের উপায় বর্ণনা করতে পারবেন;

১১. গাঁদা, গোলাপ ও রজনীগন্ধা ফুল চাষের আয়-ব্যয়ের সম্ভাব্য হিসাব বর্ণনা করতে পারবেন।

ফুলে চাষ বিষয়ক এনিমেশন ভিডিওটি দেখার মাধ্যমে পাঠকগণ উপরে বর্ণিত যোগ্যতাসমূহ অধিক দক্ষতার সাথে আয়ত্ত করতে সক্ষম হবেন।

নব্য ও সীমিত সাক্ষদের জন্য
জীবিকা দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক শিক্ষা উপকরণ